আশা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১। বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনায় কোনটি কমে?

(ক) সময়

(খ) অর্থ

(গ) আয়ু

(ঘ) ভালোবাসা

২। 'প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে/জ্বালতে পারে আলো'-এখানে আলো বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(ক) পারস্পরিক সম্প্রীতি

(খ) বিপদে সাহায্য করা

(গ) একে অন্যের খোঁজ নেওয়া

(ঘ) কাউকে তুচ্ছ না ভাবা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ সংখ্যাক প্রশ্নের উত্তর দাও:

একদা অত্যাচারী এক মোড়ল অসুস্থ হলে তারা রোগমুক্তির জন্য কবিরাজ পরামর্শ দেয় সুখী মানুষের জামা পরার। অনেকে খোঁজাখুঁজির পর একজন সুখী মানুষ পাওয়া গেলেও দেখা যায়, তার কোনো জামা নেই।

৩। উদ্দীপকের সুখী মানুষটির সাথে 'আশা' কবিতায় সাদৃশ্য রয়েছে-

(ক) ধনীদের

(খ) দরিদ্রেদের

(গ) আত্মতৃপ্তদের

(ঘ) দুর্ভাবনাগ্রস্থদের

৪। সিকান্দার আবু জাফর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) রাজশাহী

(খ) খুলানা

(গ) ফরিদপুর

(ঘ) বরিশাল

৫। সিকান্দার আবু জাফর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ১১১৬

(খ) ১১১৭

(গ) ১১১৮

(ঘ) ১৯১৯

৬। সিকান্দার আবু জাফর এর পিতা পেশায় কী ছিলেন?

(ক) অধ্যাপক

(খ) কৃষিজীবী

(গ) ডাক্তার

(ঘ) সাংবাদিক

৭। সিকান্দার আবু জাফর পেশায় কী ছিলেন?

(ক) ডাক্তার

(খ) সম্পাদক

(গ) সাংবাদিক

(ঘ) অভিনেতা

৮। সিকান্দার আবু জাফর কখন স্থায়িভাবে ঢাকায় বসবাস শুরু করেন?

(ক) দেশ বিভাগের পর

(খ) ভাষা আন্দোলনের পর

(গ) মুক্তিযুদ্ধের সময়

(ঘ) মুক্তিযুদ্ধের পর

৯। সিকান্দার আবু জাফর কোন আন্দোলন বেগবান করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন?

(ক) ভাষা আন্দোলন

(খ) ৬ দফা দাবি

(গ) গণঅভ্যুত্থান

(ঘ) স্বাধীনতা আন্দোলন

১০। 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই চলবে' গাণটি কার লেখা?

(ক) আবদুল গাফফার চৌধুরী

(খ) জসীমউদ্দীন

(গ) সিকান্দার আবু জাফর

(ঘ) নির্মলেন্দু গুণ

১১। সিকান্দার আবু জাফর এর কোন রচনা মেহনতি মানুষের মুক্তির প্রেরণা

(ক) উপন্যাস

(খ) কাব্য

(গ) গল্প

(ঘ) গণসংগীত

১২। 'বৃশ্চিক লগ্ন' কী ধরনের রচনা?

(ক) উপন্যাস

(খ) কাব্যগ্রন্থ

(গ) গল্প

(ঘ) নাটক

১৩। নিচের কোন গ্রন্থটির রচয়িতা সিকান্দার আবু জাফর?

(ক) তিমিরান্তিক

(খ) রাত্রিশেষ

(গ) নববসন্ত

(ঘ) বিধ্বস্ত নীলিমা

১৪। সিকান্দার আবু জাফর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

(ক) ১৯৭০

(খ) ১৭৩

(গ) ১৯৭৫
(ঘ) ১৯৭৬

১৫। 'আমি সেই জহতে হারিয়ে যেচে চাই' চারণটির 'আমি' কে?
(ক) সাধারণ মানুষ
(খ) দরিদ্র মানুষ
(গ) কবি নিজে
(ঘ) মেহনতি মানুষ

১৬। কবি কোন জগতে হারিয়ে যেযে চান?
(ক) স্বপ্নের জগতে
(খ) বাস্তব জগতে
(গ) যেখানেই সবাই
(ঘ) যেখানে নির্ভাবনায় মানুষ ঘুমায়

১৭। নিশুত রাত কেমন?
(ক) গভীর
(খ) অন্ধকার
(গ) কুয়াশাচ্ছন্ন
(ঘ) নীরব

১৮। 'নিশুত' শব্দের অর্থ কী?
(ক) রাত
(খ) নীরব
(গ) নির্ঘুম
(ঘ) পুরনো

১৯। জীর্ণ বেড়ার ঘরে কে ঘুমায়
(ক) মানুষ
(খ) ভানাহীন মানুষ
(গ) কবির বন্ধু
(ঘ) কবির প্রতিবেশি

২০। 'জীর্ণ' অর্থ কী?
(ক) ক্ষয়প্রাপ্ত
(খ) গুঁড়া
(গ) ছেঁড়া
(ঘ) পুরনো

২১। যার কোনো দুর্ভাবনা নেই-তাকে এক কথায় কী বলে?
(ক) নির্ভাবনা
(খ) সুখী
(গ) ত্যাগী
(ঘ) চিন্তা

২২। 'জীর্ণ বেড়ার ঘরে'-'জীর্ণ বেড়া' কী প্রকাশ করে?
(ক) দরিদ্রতা
(খ) কষ্ট
(গ) দুঃখ
(ঘ) আক্ষেপ

২৩। নির্ভাবনায় মানুষেরা কী করে?
(ক) জীবনযাপন করে
(খ) কাজ করে
(গ) ঘুমিয়ে থাকে
(ঘ) বেড়াতে থাকে

২৪। নির্ভাবনায় মানুষেরা কেমন ঘরে ঘুমিয়ে থাকে?
(ক) প্রাসাদে
(খ) বড় অট্টালিকায়
(গ) ছাদের ঘরে
(ঘ) জীর্ণ বেড়ার ঘরে

২৫। কোথায় লোকে সোনা-রূপার পাহাড় জমায় না?
(ক) যেখানে নির্ভাবনায় মানুষ ঘুমায়
(খ) যেখানে মানুষ থাকে না
(গ) যেখানে মানুষের লোভ রয়েছে
(ঘ) যেখানে মানুষ দুঃখী

২৬। 'আশা' কবিতায় লোকে কী করে না?
(ক) সোনা-রূপার পাহাড় জমায় না
(খ) সম্পদের চিন্তা করে না
(গ) অল্পে তুষ্ট থাকে না
(ঘ) দীনতা পুষে রাখে

২৭। 'আশা' কবিতায় কিসের পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে?
(ক) লোহার
(খ) তামার
(গ) সোনা-রুপার
(ঘ) সিভারের

২৮। 'সোনা-রূপার' পাহাড় কী অর্থ প্রকাশ করে?
(ক) সম্পদ
(খ) ভালোবাসা
(গ) স্নেহ
(ঘ) মমতা

২৯। 'সানা-রূপার' পাহাড়ের সঙ্গে কিসের সাদৃশ্য রয়েছে?
(ক) নির্ভাবনার
(খ) জীর্ণ বেড়ার
(গ) বিত্ত-সুখ
(ঘ) পরিশ্রম

৩০। বিত্ত-সুখের দূর্ভাবনায় কী কমে যায়?
(ক) আশা
(খ) জ্ঞান
(গ) লোভ
(ঘ) আয়ু

৩১। কিসে আয়ু কমে যায়?
(ক) বিত্ত-সম্পদে
(খ) সোনা-রূপায়
(গ) বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনায়

(ঘ) পরিশ্রমে

৩২। কোথায় লোকে তুচ্ছ নিয়ে তুষ্ট থাকে?

(ক) কবির বাড়িতে

(খ) কবির বন্ধুর বাড়িতে

(গ) কবি যেখানে যেতে চান

(ঘ) কবি যেখানে যাবেন না

৩৩। 'যেথায় লোকে তুচ্ছ নিয়ে/তুস্ট থাে ক ভাই' চারণের 'তুচ্ছ' কী অর্থ প্রকাশ করে।

(ক) খারাপ

(খ) নষ্ট

(গ) নিম্নমানের

(ঘ) সামান্য

৩৪। কী নিয়ে মানুষ তুষ্ট থাকলে কবি সেই দেশে যাবে ?

(ক) খারাপ জিনিস

(খ) তুচ্ছ জিনিস

(গ) নোংরা জিনিস

(ঘ) অনেক সম্পকদ

৩৫। সারা দিনের যারা এক দিনের আহার্য খুঁজে পায় না-তারা কারা?

(ক) দরিদ্র মানুষ

(খ) মধ্যবত্তি মানুষ

(গ) অসাধারণ মানুষ

(ঘ) ধনী মানুষ

৩৬। সারা দিনের পরিশ্রমে যারা এক দিনের আহার্য কুঁজে পায় না তাদের সাথে কাদের সাদৃশ্য রয়েছে?

(ক) যারা জীর্ণ ঘরে থাকে না

(খ) যারা জীর্ণ ঘরে থাকে

(গ) যারা তুচ্ছে সন্তুষ্ট থাকে না

(ঘ) যাদের সম্পদ রয়েছে

৩৭। 'ভাত' নিচের কোনটি নির্দেশ করে?

(ক) তুচ্ছ

(খ) পরিশ্রম

(গ) আহার্য

(ঘ) সঞ্চয়

৩৮। 'আহার্য' অর্থ কী?

(ক) খাদ্যদ্রব্য

(খ) খাওয়া

(গ) আহারী

(ঘ) আমন্ত্রণ

৩৯। 'আশা' কবিতায় মানুষের মনে কী নেই?

(ক) হতাশা

(খ) দীনতা

(গ) সুখ

(ঘ) ইচ্ছ

৪০। যেখানকার মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে?

(ক) যেখানে দীনতা নেই

(খ) যেখানে হতাশা নেই

(গ) যেখানে দীনতা নেই

(ঘ) যেখানে খাবার নেই।

৪১। কাদের মনে দুরাশা গ্লানি নেই?

(ক) যারা সারা দিন পরিশ্রম করেও খেতে পায় না

(খ) যারা অনেক অর্থ সম্পদ জমায়

(গ) যারা দালান ঘরে ঘুমায়

(ঘ) যারা সোনা-রুপার পাহাড় জমায়

৪২। নেই দুরাশা গ্লানি/নেই দীনতা,- পরের বাক্যাংশ কোনটি ? (উচ্চতর দক্ষতা)

(ক) আয়ু কমায় না

(খ) পায় না যারা খুঁজে

(গ) নেই কোনো সংশয়

(ঘ) বাসতে পারে ভালো

৪৩। সিকান্দা আবু জাফর কোন জগতে হারিয়ে যেতে চান?

(ক) যেখানো মায়া নেই

(খ) যেখানে দীনতা ও সংশয় নেই

(গ) যেখানে দীনতা ও সংশয় নেই

(ঘ) যেখানে আঁধারে ঘরে আলো জ্বলে

৪৪। কার আঁধার ঘরে আলো জ্বালার কথা বলা হয়ছে?

(ক) কবির

(খ) প্রতিবেশির

(গ) তুষ্ট লোকের

(ঘ) ভাবনাহীন মানুষ

৪৫। মাণুষ যেখানে মানুষকে ভালোবাসে সেখানে প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে মানুষ কী করে?

(ক) যায় না

(খ) ভয় পায়

(গ) সংশয় দেখায়

(ঘ) আলো জ্বালে

৪৬। কবি কান্না-হসির কিসে হারিয়ে যেতে চান?

(ক) মধ্যে

(খ) অন্তরালে

(গ) আবেশে

(ঘ) আবেগে

৪৭। কবি কিসের অন্তরালে হারিয়ে যেতে চান?

(ক) প্রকৃতি

(খ) আনন্দের

(গ) কান্না-হসির

(ঘ) ভালোবাসার

৪৮। কবি অন্য জগতে হারিয়ে যেতে চান কেন?

(ক) হতাশার কারণে
(খ) জাগতিক জটিলতার কারণে
(গ) জাগতিক জটিলতার কারণে
(ঘ) মানুষের খারাপ আচরণের কারণে

৪৯। কী নির্ধারিত নয়?
(ক) মানুষের কষ্ট
(খ) মানুষের নিরাশা
(গ) মানুষের আবেগ
(ঘ) কীভাবে মানুষ সুখী হতে তা

৫০। কিসের চিন্তায় মানুষের রাতে ঘুম হয় না?
(ক) দুঃখের
(খ) কষ্টের
(গ) সুখের
(ঘ) বিলাসিতার

৫১। জীবন যন্ত্রণাময় হয় কিসে?
(ক) দুঃখের
(খ) বেদনায়
(গ) আলস্যে
(ঘ) লোভে

৫২। জীবনের সার্থকতা কিসে?
(ক) সম্পদে
(খ) কাজে
(গ) অন্যের উপকারে
(ঘ) অন্যের সম্পদের আশায়

৫৩। জীবনের মহত্ত্ব কিসে?
(ক) মানুষকে ভালোবাসায়
(খ) মানুষকে ঘৃণা করায়
(গ) অনেক সম্পদ আহরণে
(ঘ) অনেক কাজের মধ্যে

৫৪। 'আশা' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?
(ক) তিমিরান্তিক
(খ) মালব কৌশিক
(গ) বৃশ্চিক লগ্ন
(ঘ) প্রসন্ন প্রহর

৫৫। জাগতিক এই পৃথিবী ক্রমশ কেমন হয়ে উঠেছে?
(ক) লোভী
(খ) সরল
(গ) অহংকারী
(ঘ) জটিল

৫৬। মানুষ ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে-এখানে আত্মকেন্দ্রিক বলতে কী বোঝায়?
(ক) শুধা নিজের চিন্তা করা
(খ) আত্মীয়ের চিন্তা করা
(গ) সকলের চিন্তা করা
(ঘ) পারিবারের ও সমাজের চিন্তা করা

৫৭। মানুষের সাথে মানুষের কী বাড়ছে?
(ক) সম্পর্ক
(খ) চিন্তা
(গ) ভালোবাসা
(ঘ) ব্যবধান

৫৮। কবি কাদের কাছে যেতে চেয়েছেন?
(ক) বন্ধুর
(খ) দরিদ্র মানুষের
(গ) প্রকৃত মানুষের
(ঘ) জরাক্লিষ্ট মানুষের

৫৯। কবি সত্যিকার মানুষ বলতে কাদের বুঝিয়েছেন?
(ক) যারা পরিশ্রম করে না
(খ) যারা অর্থ সম্পদের পাহাড় গড়ে
(গ) যারা প্রতিবেশিকে সাহায্য করে
(ঘ) যারা অসহায়

৬০। কবি হারিয়ে যেতে চান-
i. যেখানে গভীর রাতে নিভৃাবনায় মানুষ ঘুমায়
ii. যেখানে লোকে ধন-সম্পদ জমায় না
iii. যেখানে মানুষ বিত্ত সুখের জন্য জীবন বিপন্ন করে না
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৬১। 'সোনা-রুপায়' পাহাড় জমানো বলতে কবি বঝিয়েছেন-
i. অনেক অর্থ-সম্পদ জমানো
ii. অনেক গহনা জমানো
iii. টাকা,পয়সা ও সম্পদের আধিক্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) iiও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৬২। 'বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনা' বলতে কবি বুঝয়েছেন -
i. সম্পদের জন্য চিন্তা না করা
ii. অধিক অর্থের লোভ
iii. সম্পদ ও সুখের জন্য হাহাকার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৬৩। বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনায় আয়ু কমায় না-আয়ু কমে কসে?

i. অর্থ-সম্পদের লোভে

ii. রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত হয়

iii. অতিরিক্ত দুর্ভাবনা থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৬৪।তারা তুচ্ছ নিয়ে তুষ্ট থাকে, যারা-

i. সুখী মানুষ

ii. নির্ভাবনায় ঘুমাতে পারে

iii. মনুষ্যত্বের অধিকারী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৬৫। যেখানকার মানুষ মানুষকে ভারোবাসাতে পারে সখানকার মানুষ

i. প্রতিবেশীর দুঃখে এগিয়ে আসে

ii. তাদের কোনো দুরাশা থাকে না

iii. তারা অসহায় হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৬৬। মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে-

i. যখন তার মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে

ii. যখন মানষের মনে দীনতা থাকে না

iii. যখন মানুষ সংশয়ে থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৬৭। প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে আলো জ্বালানোর মধ্য দিয়ে মানুষের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তা হলো-

i. নিঃস্বার্থে

ii. উপতকারী

iii. মানবপ্রেমিক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৬৮। যে শব্দগুচ্ছ 'আশা' কবিতায় রয়েছে-

i. নিশুত, বিত্ত

ii. তুষ্ট, ইষ্ট

iii. আহার্য, আঁধার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৬৯। সেই জগতে কান্না-হসির অন্তরালে ভাই আমি হারিয়ে যেতে চাই-এখানে 'কান্না-হসি' বলতে বোঝানো হয়েছে-

i. সুখ-দুঃখ

ii. আনন্দ

iii. ভালো-মন্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭০ ও ৭১ নম্বর প্রশ্নের উত্তরত দাও:

মতিন তার চারপাশের অবস্থা দেখে কষ্ট বোধ করে। চারদিকের স্বার্থপর মানুষ দেখে তার মনে হয়, সে যদি অন্য জগতে চলে যেতে পারতে তবে ভালো হতো।

৭০। উদ্দীপকের সঙ্গে তোমার পঠিত কোন কবিতার মিল রয়েছে?

(ক) আশা

(খ) প্রাণ

(গ) জীবন-সঙ্গীত

(ঘ) আন্ধুবধূ

৭১। মিল রয়েছে যে কারণে-

i. জাগতিক জটিলতা দেখে কষ্ট পাওয়া

ii. ভালোবাসাপূর্ণ জগতের আকঙ্কা

iii. যেখানে রয়েছে সেখানে থাকতে চাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৭২। উদ্দীপকের মিমির সঙ্গে 'আশা' কবিতার কার বৈসাদৃশ্য রয়েছে?

(ক) কবির প্রতিবেশীর

(খ) কবির আত্মীয়ের

(গ) কবির বন্ধুর

(ঘ) কবির

৭৩। বৈসাদৃশ্যের কারণ-

i. চেনা অজতের প্রতি আসক্তি

ii. প্রকৃতিপ্রেম

iii. মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধানে কষ্ট না পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৪ ও ৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

পূজারী, দুয়ারী খোলা,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো!
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়!
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়!

৭৪। উদ্দীপকের পূজারির সঙ্গে 'আশা' কবিতার কার সাদৃশ্য রয়েছে

(ক) কবির

(খ) ভাবনাহীন মানুষের

(গ) ঘুমিয়ে থাকা মানুষের

(ঘ) বিত্ত-সখের দুর্ভানায় থাকা মানুষের

৭৫। সাদৃশ্যের কারণ-

i. সম্পদের লোভ

ii. সম্পদের লোভে দুর্ভাবনায় থাকা

iii. লোভী মানসিকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৬ ও ৭৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
.....
সকলের তরে সকলে আমার
প্রত্যেকে আমারা পরের তরে।

৭৬। উদ্দীপকের মূলভাবের প্রকাশ 'আশা' কবিতায় কোন চরণে ফুটে ওঠে?

(ক) যেথায় লোকে সোনা-রূপায়

(খ) বিত্ত-সখের দুভাবনায়

(গ) তুবও যাদের মনের কোণ

(ঘ) প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে
জ্বালতে পারে আলো

৭৭। উভয় জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে-

i. মনুস্যত্ববোধের কথা

ii. নিঃস্বার্থ মানসিকতা

iii. মানুষকে ভালোবাসতে পারার কথা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭৮ থেকে ৮০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রূপপুর গ্রামের মানুষরো সারা দনি পরিশ্রম করে। তাদের সংসারে অভাব-অনটন লেগে থাকে। কিন্তু তারা সুখে বসবাস করে। সবাই মিলেমিশে জীবন কাটায়। একে অন্যের বিপদে ছুটে যায়।

৭৮। মনে করিয়ে দেওয়ার কারণ কী?

(ক) প্রাণ

(খ) কপোতাক্ষ নদ

(গ) আশা

(ঘ) সেইদিন এই মাঠ

৭৯। মনে করিয়ে দেওয়ার কারণ কী?

(ক) রূপপুরের মতো জায়গায় কবি হারিয়ে যেতে চান

(খ) গ্রামের মানুষরা অভাবী

(গ) কবির ইচ্ছা গ্রামে যাওয়ার

(ঘ) কবি চান দূরে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে

৮০। রূপপুরের মতো জায়গায় কবি যেতে চেয়েছেন-

i. সেখানকার মানুষ পরিশ্রমী ও অভাবী হয়েও সুখী বলে

ii. সেখানকার মানুষ অভাবে দনি কাটায় বলে

iii. সেখানকার মানুষ নিঃস্বার্থ ও মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

০১। মাদার তেরেসা আশৈশব স্বপ্ন দেখেন মানব সেবার। এক সময় যোগ দেন খ্রিস্টান মিশনারি সংঘে। মানুষকে আরো কাছে থেকে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন মিশনারিজ অব চ্যারিটি। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আরও অনেকেই এগিয়ে আসেন এ মহান কাজে। এক সময় এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেন নোবেল পুরস্কার। সারা জীবনের তাঁর সবটুকু উপার্জনই বিলিয়ে দেন মানবের কল্যাণে।

(ক) কোথায় মানুষেরা নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাকে?

(খ) বিত্ত-সুখের ভাবনাহীন মানুষেরা সংশয়হীন কেন?

(গ) মাদার তেরেসার মানসিকতা 'আশা' কবিতার কোন দিকটিকে তুলে ধরেছে? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "মাদার তেরেসার দর্শনই যেন 'আশা' কবিতার ভাববস্তু"— যুক্তিসহ প্রমাণ কর।

➲ ১নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) মানুষেরা জীর্ণ বেড়ার ঘরে নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে থাকে।

(খ) বিত্ত-সুখের ভাবনাহীন মানুষেরা আত্মকেন্দ্রিক নয় এবং দুরাশার গ্লানিতে ভোগে না বলেই তারা সংশয়হীন। অর্থবিত্তের সুখ প্রকৃত সুখ নয়। প্রকৃত সুখের জন্য জীবনকে দুর্ভাবনামুক্ত করতে হয়। আর এজন্য প্রয়োজন অল্পে তুষ্ট থাকা এবং সোনা-রুপায় পাহাড় গড়ার মানসিকতা পরিহার করা। মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে অন্যের সঙ্গে ব্যবধান তৈরি করে। এতে মানুষের প্রকৃত সুখ নষ্ট হয়, সংশয় সন্দেহ তৈরি হয়। আর সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তা থেকে দূরে থাকে। তারা পরস্পরকে ভালোবাসে। এ কারণেই তাদের জীবন ক্লিষ্ট নয়। দরিদ্র হলেও তারা বিত্তের পিছনে ছোটে না।

(গ) মাদার তেরেসার মানসিকতা 'আশা' কবিতার মানবপ্রেম বা মানুষকে ভালোবাসতে পারার মাঝে জীবনের মহত্ত্ব নিহিত থাকার বিষয়টির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আত্মস্বার্থমগ্ন হয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা প্রকৃত মানুষের কাজ নয়। নিজের সুখ-সমৃদ্ধির জন্যই মানুষের এ পৃথিবীতে আগমন ঘটেনি। পরের কল্যাণের নিমিত্তেই মানবজীবন। আর সেই জীবনই সার্থক, যে জীবন মানবকল্যাণের সুমহান ব্রতে নিয়োজিত। তারা পৃথিবীর হিংস্রতা, হানাহানি ও বিদ্বেষের মধ্যেও মানুষকে ভালোবাসেন, মানুষের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেন। উদ্দীপকে মাদার কতেরেসার মানবসেবার কথা বলা হয়েছে। মাদার তেরেসা ছিলেন একজন অসাধারণ মানবসেবী। যেখানে রোগ, শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগের নির্মমতা সেখানে মাদার তেরেসা তাঁর সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি জীবনে যত পুরস্কার পেয়েছেন তার সমস্ত অর্থই খরচ করেছেন মানবসেবার কাজে। তিনি দেশ, ধর্ম, জাতির পার্থক্য না করে সেবাকাজে মানুষকেই বড় করে দেখেছেন। মানুষকে ভালোবেসে তিনি মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। তিনি নিজেও দুনিয়ার মানুষের ভালোবাসার পাত্রী হয়ে উঠেছেন। 'আশা' কবিতায় মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ এবং মানুষকে ভালোবাসার যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তার সঙ্গে উদ্দীপকটি সাদৃশ্যপূর্ণ। 'আশা' কবিতায় বলা হয়েছে কিছু মানুষ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও একে অন্যকে ভালোবাসে, মিথ্যা অহংকার করে না। বিত্তবৈভব অর্জনের জন্য দুর্ভাবনায় আয়ু কমায় না। তারা প্রতিবেশীর আঁধার ঘরে আলো জ্বালায়।

(ঘ) "মাদার তেরেসার দর্শনই যেন 'আশা' কবিতার ভাববস্তু"— মন্তব্যটি যথার্থ। মহামানবদের জীবন আদর্শ এবং মহত্ত্ব আমাদের অনুপ্রাণিত করে। অসহায় মানুষের সেবা ও মুক্তির জন্য কাজ করাই মানুওেষর ধর্ম। এ ধরনের কাজের মাধ্যমেই মানুষ আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এর মধ্য দিয়েই সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। মাদার তেরেসা চিরস্মরণীয় একজন মানবসেবী। তাঁর সেবামূলক কাজ কোনো একটি দেশ বা সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিশ্বব্যাপী ছিল তাঁর মানবসেবার কার্যক্রম। তাঁর জন্মস্থান সুদূর আলবেনিয়ায় হলেও তিনি ভারত ও বিভিন্ন দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি ভারতবর্ষে গরিব ও অসুস্থ মানুষের জন্য বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মানবসেবার মহান ব্রত নিয়ে তিনি দুঃখী মানুষের কাছে এগিয়ে গেছেন। উদ্দীপকের এই বিষয়টির সঙ্গে 'আশা' কবিতায় প্রতিফলিত মানবসেবার বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ। সেখানে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসে। একে অন্যের ভাই পরিচয়ে পাশে দাঁড়ায়। কবিও মনুষ্যত্বের অধিকারী এসব মানুষের সান্নিধ্য পেতে চেয়েছেন। 'আশা' কবিতায় বিত্ত-বৈভব অর্জনের লোভ ত্যাগ করে মানুষকে ভালোবেসে মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেখানে অসহায় অনাহারী মানুষের দুর্ভাবনাহীন জীবনের সঙ্গে কবি নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চেয়ে তাদের প্রতি গভীর ভালোবাসার কথাই ব্যক্ত করেছেন।

উদ্দীপকের মাদার তেরেসাও মানবসেবা এবং মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা বলেছেন। তিনি আজীবন মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। এসব দিক বিচারের তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

০২। শুথু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি–
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সব
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা কই!

(ক) 'আশা' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত?

(খ) প্রতিবেশীর অন্ধকার ঘরে কীভাবে আলো জ্বালানো যায়? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকটি 'আশা' কবিতার কোন দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) 'শূন্যতার মাঝেই রয়েছে জীবনের সকল প্রাপ্তি'– যা 'আশা' কবিতাতেও প্রতিফলিত হয়েছে– মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

➲ ২নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) 'আশা' কবিতাটি কবির 'মালব কৌশিক' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত।

(খ) মানুষের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনে কাজ করে প্রতিবেশীর অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালানো যায়। মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে থাকলেও অন্যকে সাহায্য করতে হবে। প্রতিবেশীকে সাহায্য করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সুখের পরিবেশ। আর এর জন্য দরকার মানুষের প্রতি মানুষের গভীর ভালোবাসা। পারস্পরিক ভালোবাসার মাধ্যমেই আমরা প্রতিবেশীর কষ্ট দূর করতে পারি। তাহলেই পৃথিবীতে মানবসমাজে যে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে তা দূর করে সম্প্রীতির মাধ্যমে সুখ ও শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

(গ) 'আশা' কবিতার অল্পেই সুখী হওয়ার বিষয়টি উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। জীবনে সুখী হওয়ার অভিপ্রায় সবার মাঝেই বিদ্যমান। অতিরিক্ত সুখের প্রত্যাশা কখনই জীবনে সুখ বয়ে আনে না। বরং জীবনে যা পাওয়া যায় তা নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকাতেই সুখ। উদ্দীপকে জীবনের অল্প প্রাপ্তি কীভাবে প্রকৃত সুখ বয়ে আনে তা তুলে ধরা হয়েছে। অতিরিক্ত আশা মানবজীবনে দুঃখ নিয়ে আসে আর সৎ প্রচেষ্টায় অর্জিত বিষয়ই সুখের প্রতিনিধিত্ব করে। উদ্দীপকের কবি তাই যা পেয়েছেন তাই এ জীবনের জন্য যথেষ্ট মনে করেন। 'আশা' কবিতাতেও কবি বলেছেন সুখের দুর্ভাবনা সুখ না নিয়ে এসে কষ্টের বোঝাকেই ভারী করে তোলে। অতিরিক্ত বিত্ত-বৈভবের প্রত্যাশাই সুখের অন্তরায়। তাই উদ্দীপকের অল্পেই সুখ সন্ধানের বিষয়টি 'আশা' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) 'শূন্যতার মাঝেই রয়েছে জীবনের সকল প্রাপ্তি'– যা 'আশা' কবিতাতেও বর্ণিত হয়েছে– মন্তব্যটি যথার্থ। বর্তমান সময়ে মানুষ ক্রমশ জটিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রকৃত সুখী মানুষের মাঝে অতিরিক্ত সুখী হওয়ার আশা থাকে না। না পাওয়ার বেদনা তাকে কখনো আঘাত করে না। উদ্দীপকে স্বপ্ন, স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকার বিষয়টি এসেছে। কবি আর সুখের দুঃখের আশা রাখেন না। তিনি যা পেয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট। এর মধ্য দিয়ে জীবনে যতটুকু প্রাপ্তি তার মাঝেই প্রকৃত সুখ অনুসন্ধানের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। বরং সুখের প্রত্যাশা না করেই জীবন সুখে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'আশা' কবিতাতেও কবি সিকান্দার আবু জাফর যেসব সুখী মানুষের জগতের বর্ণনা দিয়েছেন যাদের প্রত্যাশা অনেক কম, যারা জীর্ণ বেড়ার ঘরেও নির্ভাবনায় ঘুমাতে পারে। উদ্দীপক এবং কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে জীবনের আশা এবং প্রাপ্তির বিষয়টি। জীবনের শূন্যতায় অল্প একটু প্রত্যাশাই এনে দিতে পারে প্রকৃত সুখ। তাই উক্তিটি যথার্থ।

০৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

লোক : দুনিয়াতে আমার মতো সুখী কে? আমি সুখের ডরাজা। আমি মস্ত বড় বাদশা।

রহমত : ও বাদশা ভাই, তোমার গায়ের জামা কোথায়? ঘরের মধ্যে রেখেছ? তোমাকে একশ টাকা দেব। জামাটা নিয়ে এস।

লোক : জামা!

রহমত : জামা মানে জামা! এই যে, আমাদের এই জামার মতো জিনিস।...

লোক : আমার তো কোনো জামা নাই ভাই!

হাসু : মিছে কথা বল না।

লোক : মিছে বলব কেন? আমার ঘরে কিছু নাই। সেই জন্যই তো আমি সুখী মানুষ।

(ক) সিকান্দার আবু জাফর কর্মজীবনে কী ছিলেন?

(খ) 'নির্ভাবনায় মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে ভাই'– এ কথাটি কেন বলা হয়েছে?

(গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'আশা' কবিতার মিলের ক্ষেত্রটি চিহ্নিত কর।

(ঘ) "উদ্দীপকের সুখী মানুষ 'আশা' কবিতার কবির ভাবনার প্রতিরূপ"– মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

➲ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) সিকান্দার আবু জাফর কর্মজীবনে সাংবাদিক ছিলেন।

(খ) সুখী মানুষের সুখের কথা বোঝাতে কবি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন। বাস্তবতার দিক থেকে যারা নিজেদের সুখী দাবি করে, কবি মনে করেন তারা প্রকৃত সুখী মানুষ নয়। কারণ তারা যেভাবে সুখী হওয়ার চেষ্টা করছে তাতে রাতে তাদের ঘুম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সাধারণ জীবনযাপনে যারা অল্পতেই সুখের সন্ধান করেন তারাই প্রকৃত সুখী। তাই শত কষ্টের মধ্যেও তারা নির্ভাবনায় রাতে ঘুমোতে যেতে পারেন।

(গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'আশা' কবিতার মিলের দিকটি হলো প্রকৃত সুখী মানুষের পরিচয়। ছোট ছোট স্বপ্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। অতিরিক্ত সম্পদচিন্তা মানুষকে অসুখী করে তোলে। যারা লোভের বশবর্তী হয়ে ছুটে বেড়ায় তারা সুখের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। উদ্দীপকের রহমত সুখী। মানুষের সন্ধান করে। তার প্রওেয়াজন সুখী মানুওেষর জামা। রহমত একজন সুখী মানুষের সন্ধান পায়, কিন্তু জামা পায় না। কারণ তার কোনো জামা নেই। তার ঘরে অসুখী হওয়ার মতো কিছু না থাকার কারণেই সে সুখী মানুষ। 'আশা' কবিতার কবিও যার কিছু নেই তার মধ্যে প্রকৃত সুখের সন্ধান করেছেন। কারণ কবি বলেন বিত্ত-বৈভবের দুর্ভাবনা মানুষকে কখনো সুখ এনে দেয় না। তাতে মানুষ অসুখী হয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। প্রকৃত সুখী মানুষ অল্পেই তুষ্ট হয়। এই দিক থেকে প্রকৃত সুখী মানুষের পরিচয়ে উদ্দীপকের সঙ্গে 'আশা' কবিতার মিল রয়েছে।

(ঘ) "উদ্দীপকের সুখী মানুষ 'আশা' কবিতার কবির ভাবনার প্রতিরূপ।"– মন্তব্যটি যথার্থ। সুখ মানুষের আপেক্ষিক বিষয়। পৃথিবীতে সুখের বিষয়টি অনির্ধারিত। কাজের মধ্য দিয়েই মানুষের সুখ নির্ধারিত হয়। কাজ না করে অতিরিক্ত সুখের চিন্তা মানুষের অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে। 'আশা' কবিতায় কবি তাদেরই প্রকৃত সুখী মানুষ বলেছেন যারা জীর্ণ বেড়ার ঘরেও রাতে নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে যেতে পারে। প্রকৃত সুখী মানুষের মধ্যে সোনা-রুপার পাহাড় গড়ার প্রবণতা থাকে না। কবির ভাষায়, বিত্ত-সুখের দুর্ভাবনায় থাকলে মানুষের আয়ু কমে যায়। সারাদিনের পরিশ্রমের পর অভুক্ত থেকেও প্রকৃত সুখী মানুষ তুষ্ট থাকে। উদ্দীপকেও এমন এক সুখী মানুওেষর সন্ধান পাওয়া যায়, যার কিছুই নেই। তার কিছু নেই বলেই সে নিজেকে প্রকৃত সুখী মানুষ ভাবতে পারে। লোভের মোহ পরিহার করে অল্পেই পরিতৃপ্ত হওয়ার মাঝেই রয়েছে প্রকৃত সুখ। উদ্দীপকের সুখী মানুষ 'আশা' কবিতার কবির ভাবনার প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। এই বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

০৪। গ্রামের স্কুল মাস্টার নেপালের তেমন টাকা-পয়সা নেই। তারপরও প্রতিনিয়ত নেপাল অন্যের উপকার করেন। দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য নিজের কিছু টাকা এবং অন্যদের সহযোগিতায় ফান্ড গঠন করেন। সেই ফান্ড থেকে চলতে থাকে গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার খরচ। এতেই নেপাল জীবনের আনন্দ খুঁজে পান।

(ক) 'আশা' কবিতাটি কার লেখা?

(খ) মানুষকে ভালোবাসার বিষয়টির প্রতি কবি কেন গুরুত্ব দিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকের নেপালের ভাবনার সঙ্গে 'আশা' কবিতার কবির ভাবনার সাদৃশ্য বুঝিয়ে লেখ।

(ঘ) "উদ্দীপকের নেপাল মাস্টারের আনন্দের দিকটিই 'আশা' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবার্থ নয়।"– মন্তব্যটি তুমি সমর্থন কর কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

➲ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) 'আশা' কবিতাটি সিকান্দার আবু জাফরের লেখা।

(খ) সমাজের মঙ্গল কামনায় এবং মানুষের কষ্ট দূর করার দিক থেকে কবি মানুষকে ভালোবাসার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিছু মানুষ আছে যাঁদের নিজেদেরকে নিয়ে ভাবার পাশাপাশিক অন্যকে নিয়ে ভাবারও সময় থাকে। মানুষকে ভালোবেসে অন্যের মঙ্গল কামনা করাই হলো তাঁদের ব্রত। অন্যের মঙ্গল ও উপকারের জন্য তাঁরা নিজেদের জীবন দিতেও প্রস্তুত। কারণ মানবপ্রেমের মাঝেই জীবনের মহত্ত্ব ও সমাজের কল্যাণ নিহিত থাকে। তাই মানুষকে ভালোবাসার বিষয়টির প্রতি কবি গুরুত্ব দিয়েছেন।

(গ) উদ্দীপকের নেপালের ভাবনার সঙ্গে 'আশা' কবিতার কবির ভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় পরার্থপরতায়। পৃথিবীতে মানুষ তাদের কর্মের মাধ্যমে অমরতা লাভ করেন। তারা তাদের মহৎ উদ্দেশ্যগুলো মহৎ কর্ম দ্বারা বাস্তবায়ন করেন। এক্ষেত্রে তাদের মাঝে মানবতাবোধ কাজ করে। উদ্দীপকের নেপাল মাস্টার তার কাজের মধ্য দিয়ে মানবতা ও পরার্থপরতার নিদর্শন ফুটিয়ে তোলেন। তিনি বিত্তশালী মানুষ না হলেও দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচের বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছেন। এই কাজের মধ্যেই তিনি জীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। 'আশা' কবিতাতেও মানুষকে সাহায্য করার বিষয়টি উঠে এসেছে। কবি মনে করেন, সেবার মনোভাব নিয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। যারা এ

রকম মনুষ্যত্বের অধিকারী কবি সেসব মানুষের সান্নিধ্য পেতে চেয়েছেন, তাদের মাঝে হারিয়ে যেতে চেয়েছেন। এদিক থেকে উদ্দীপকের নেপালের ভাবনার সঙ্গে 'আশা' কবিতার ভাবধারা সাদৃশ্যপূর্ণ।

(ঘ) হ্যাঁ। "উদ্দীপকের নেপাল মাস্টারের আনন্দের দিকটিই 'আশা' কবিতার সম্পূর্ণ ভাবার্থ নয়"– মন্তব্যটি যথার্থ। পরিশ্রমের মাঝেই রয়েছে সার্থকতা। আকাশ-কুসুম কল্পনায় মজে জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন, অলীক স্বপ্ন ও আশা না করে কাজ করতে পারাই হলো আসল কথা। জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকতে হয় পরহিত কামনায়। 'আশাপ' কবিতায় কবি সেইসব মানুষের কথা বলেছেন যারা নিজেদের জন্য না ভেবে অন্যের কল্যাণে কাজ করেন। মানবকল্যাণই শুধু 'আশা' কবিতায় প্রতিফলিত হয়নি, উঠে এসেছে মানুষের সুখী হওয়ার বিষয়টি। বর্ণিত হয়েছে বিত্ত-বৈভবের অর্জন করা ও সুখের দুর্ভাবনা অসুখী হওয়ার কারণ হয়ে ওঠে। শ্রমজীবী মানুষের প্রাপ্তি কম থাকার পরও তারা অনেক সুখী। সারাদিনের পরিশ্রমের পরও তাদের মুখে হাসি থাকে, কোনো দুরাশা-গ্লানির চিহ্ন থাকে না। উদ্দীপকের নেপাল মাস্টারও অনেক আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন অন্যের কল্যাণে কাজ করার মধ্য দিয়ে। নেপাল মাস্টারের টাকা-পয়সার সীমাবদ্ধতার পরও গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থের জোগান দিয়েছেন মানুষের মঙ্গল কামনায়। মানুষের জীবনের জটিলতার বিষয়গুলো 'আশা' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষ দিন দিন সুখের প্রত্যাশায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে সে কথাও। আর তাই কবি অন্য জগতে চলে যেতে চান। উদ্দীপকের নেপাল মাস্টারের আনন্দের বিষয়টি কবিতায় বর্ণিত নানা প্রসঙ্গের একটি দিকমাত্র। তাই আমি মনে করি, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

০৫। ফরহাদ সাহেবের স্ত্রীর খুব মন খরাপ। তার স্বামী অনেক টাকা হাতে পেয়েও তার সবটাই এক বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসেন। তার স্ত্রীর অভিমানের সুরে বলেন, টাকাগুলো আমায় দিলে আমি গহনা বানাতে পারতাম। ফরহাদ সাহেব বলেন, তোমার গহনার চেয়েও সেসব অসহায় মানুষের হাসি আমার কাছে বেশি প্রিয়। হারানো বাবা-মায়ের মুখের হাসি আমি সেখানে খুঁজে পাই।

(ক) বিত্তসুখের দুর্ভাবনায় মানুষের কী কমে যায়?

(খ) 'আমি সেই জগতে হারিয়ে যেতে চাই'– চরণটি দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

(গ) উদ্দীপকের ফরহাদ সাহেবের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 'আশা' কবিতার কবির মনোভাবের সাদৃশ্য নির্ণয় কর।

(ঘ) "উদ্দীপকের ফরহাদ সাহেবের স্ত্রীর ভাবনা 'আশা' কবিতার কবির ভাবনাকে কোনোভাবেই প্রতিনিধিত্ব করে না।"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

➲ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) বিত্তসুখের দুর্ভাবনায় মানুষের আয়ু কমে যায়।

(খ) প্রশ্নোক্ত চরণটি দ্বারা কবি সেই জগতে যাওয়ার কথা বোঝাতে চেয়েছেন যেখানে গভীর রাতে মানুষ নির্ভাবনায় ঘুমাতে পারে। প্রকৃত সুখী মানুষের অবাস্তব আশা থাকে না। তারা অর্থবিত্তের সুখের চিন্তায় বিভোর না থেকে অল্পতেই সুখী হওয়ার চেষ্টা করেন। কবির মতে তারাই প্রকৃত সুখী। কবি এখানে সেই জগতে যাওয়ার কথা বলেছেন যেখানে এ রকম সুখী মানুষ রয়েছে, যেখানে মানুষ জীর্ণ বেড়ার ঘরেও নির্ভাবনায় ঘুমাতে পারেন।

(গ) উদ্দীপকের ফরহাদ সাহেবের কর্মকাণ্ডে অন্যকে সাহায্য করার বিষয়টি উঠে এসেছে, যা কবির চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করতে পারার মাঝেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। অসহায় মানুষের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা মানুষকে বড় করে তোলে। পৃথিবী হয়ে ওঠে শান্তির লীলাক্ষেত্র।উদ্দীপকের ফরহাদ সাহেব যে কাজটি করেছেন তা মানুষের কল্যাণের জন্য করেছেন। নিজ স্বার্থ ভুলে গিয়ে তিনি মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছেন। বর্তমান সমাজের মানুষ নিজেকে নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে যে, অসহায় মানুষের দিকে তাকানোর সময় তাদের থাকে না। অথচ ফরহাদ সাহেব কাজ করেছেন মানুষেরা প্রয়োজনে। 'আশা' কবিতাতেও কবি মনুষ্যত্বের আলো জ্বালিয়ে মানুষের জন্য কাজ করার কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি মনুষ্যত্বের অধিকারী সেইসব মানুষের সান্নিধ্য পেতে চেয়েছেন। এদিক থেকে উদ্দীপকের ফরহাদ সাহেবের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কবির চেতনাগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

(ঘ) "উদ্দীপকের ফরহাদ সাহেবের স্ত্রীর ভাবনা 'আশা' কবিতার কবির ভাবনাকে কোনোভাবেই প্রতিনিধিত্ব করে না।"– মন্তব্যটি যথার্থ। আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর মানুষ প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে না। অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার মাঝেই মানুষের প্রকৃত সুখ নিহিত। পারস্পরিক ত্যাগের মধ্য দিয়েই সমাজজীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। 'আশা' কবিতায় কবি মানুষের জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। দেখিয়েছেন মানুষের আত্মকেন্দ্রিক হয়ে অসুখী হওয়ার বিষয়টি। বৈত্ত-বৈভবের চিন্তায় মগ্ন থেকে মানুষ জীবনের জটিলতা বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু কবির ভাষায় যারা প্রকৃত সুখী মানুষ তারা সোনা-রুপার পাহাড় গড়ে তোলে না। অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে খোঁজে সুখের সন্ধান। 'আশা' কবিতায় কবি এসব কথাই ব্যক্ত করেছেন। অপরদিকে উদ্দীপকের ফরহাদ সাহেবের স্ত্রীর মাঝে আত্মকেন্দ্রিকতাই বড় হয়ে উঠেছে। বিত্ত-বৈভবের চিন্তা তার মাঝে পরিলক্ষিত হয়। অন্যের কল্যাণে নিজ স্বার্থ পরিত্যাগ করার মনোভাব তার মাঝে পরিলক্ষিত হয় না। 'আশা' কবিতায় কবির মনোভাবে পরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। মনুষ্যত্বের অধিকারী মানুষের প্রতি কবির শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়েছে।

অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবের একটি চরিত্র উদ্দীপকের ফরহাদ সাহেবের স্ত্রী। তিনি নিজের স্বার্থকেই বড় করে দেখেছেন। এ বিষয়টি কোনোভাবেই কবির ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।